"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, এই স্মরণই হলো বিশ্বের উদ্দেশ্যে যোগদান, এর দ্বারাই বিশ্ব পবিত্র হবে, তরী পার হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - অন্তিম সময় পর্যন্ত কোন্ বাচ্চাদের দেখাশোনা বাপদাদা স্বয়ং করে থাকেন?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা বহু সময় ধরে কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করার সার্ভিসে তৎপর থাকে। পুরোপুরি বাবার সহযোগী হয়, এইরকম বাচ্চাদের অন্তিম সময়ে বাবা স্বয়ং দেখাশোনা করেন। বাবা বলেন - আমি আমার সহযোগী বাচ্চাদেরকে ওয়ান্ডারফুল দৃশ্য (সীন-সীনারি) দেখিয়ে অনেক আনন্দ দেবো। তারা শেষপর্যন্ত অত্যন্ত সুখ দেখবে। সাক্ষাৎকার করতে থাকবে। যাদের "এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়" -- এই পাঠ পাক্কা হয়ে রয়েছে, এরকম বাচ্চাদেরই বাবার সহায়তা প্রাপ্ত হয়।

*গীতঃ- প্রিয়তম এসে মিলিত হও.....

ওম্ শান্তি । প্রিয়তম আর প্রিয়তমারা। প্রিয়তম হলেন এক আর প্রিয়তমা হলো অসংখ্য। প্রিয়তমারা আহবান করছে এক ভগবানকে। অসংখ্য ভক্তরা আহবান করছে, কিসের জন্য ? সুখের জন্য। কন্যা আহবান করে - "প্রিয়তম এসে মিলিত হও"। কিসের জন্য ? সুখের জন্য। বাগদান হয় সুখের জন্য। কিন্তু এখন বাচ্চারা জেনে গেছে যখন রাবণ রাজ্য রয়েছে তখন প্রিয়তমের থেকে কোনো সুখ প্রাপ্ত হতে পারে না। রাবণ রাজ্যে সুখ থাকতে পারে না। প্রিয়তমারা সকলেই শোকবাটিকায় রয়েছে তবেই তো ডাকে। অশোক বাটিকায় কেউ ডাকে না। কোনো দুঃখ বা শোক নেই তাহলে ডাকবে কেন ? দুঃখেই প্রিয়তমকে স্মরণ করে, তারপর প্রিয়তমকে পেয়ে গেলে তখন অর্ধেককল্প প্রিয়তমারা স্মরণ করা থেকে বিরত থাকে। এখন তোমরা জানো -- সবথেকে মিষ্টি, সবথেকে প্রেমময় প্রিয়তম হলেনই একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মা, সবথেকে উঁচু, সবথেকে শ্রেষ্ঠ। এখানে কোনো মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ (সর্বশ্রেষ্ঠ) বলতে পারেনা। অবশ্যই বলে থাকে -- ঈশ্বর হলেন সর্বব্যপী, শিবোহম্ কিন্তু একে অপরের থেকে শ্রেষ্ঠ তো হয়েই থাকে, তাই না! সাধুদের মধ্যেও যারা উঁচু হয় তাদেরকে অন্যান্য সাধুরা দণ্ডবৎ প্রণাম করে। কিন্তু গায়ন রয়েছে -- সবচেয়ে উচ্চ থেকেও উচ্চ হলেন একজনই প্রিয়তম পরমপিতা পরমাত্মা। সকলেই ওঁনাকে স্মরণ করে -- অবশ্যই সুখের জন্য। যখন অতি দুঃখ হয় তখন প্রিয়তমারা প্রচুর স্মরণ করে। এখন বাচ্চাদের এত দুঃখের অনুভব নেই। অবশ্যই প্রচুর দুঃখ আসবে। যাঁকে আহবান করা হয় তিনি অবশ্যই আসবেন, তাই না ! সেইজন্য বাবাও আসেন। বাবার হয়ে গেলে এক সেকেন্ডে সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে যায়। বাচ্চাদের নিশ্চয় থাকা উচিত -- আমরা বাবার কোলে এসেছি তখন সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়ে যায়। বাচ্চা জন্ম নেয় তখন কোলে আসে, তখন নিশ্চয় হয়ে যায় যে এ হলো উত্তরাধিকারী। ইনিও হলেন অসীম জগতের পিতা। এখন ভালোভাবে এঁনাকে চিনে নেয়। চিনে নিতে কোনো অসুবিধে নেই। বাচ্চারা হলো অনেক, গাওয়া হয়ে থাকে, 'সন শো'জ ফাদার'। তাই কাউকে বলার দরকার নেই। অগণিত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী রয়েছে। এত অগণিত সন্তান ঈশ্বর ব্যতীত আর কারও থাকতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ তো হলেন দৈবী-গুণসম্পন্ন মানুষ। মানুষের এত সন্তান থাকতে পারে না। তোমরা জানো, আমরা হলাম শিববাবার সন্তান। তোমরা বলতে পারো যে কোনো মানুষের এত সন্তান হয় না। কত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী রয়েছে। গায়ন তো রয়েছে, তাই না ! -- প্রজাপিতা ব্রহ্মার। স্মরণ করে থাকে ত্রিকালদর্শী পরমাত্মাকে। ভগবানেরই এত সন্তান থাকতে পারে। তাহলে সেই নিরাকার যখন সাকারে আসবেন তবেই তো অ্যাডপ্ট করবেন। শরীর না থাকলে তখন দত্তক কিভাবে নেবেন ? তোমরা ঈশ্বরের কোলে এসেছো। তোমরা জানো যে, তিনিই হলেন প্রিয়তম। সবথেকে মিষ্টি, সবথেকে প্রিয়। যাকে ভালবাসে তাকেই প্রিয়তম বলা হয়ে থাকে। তোমরা জানো -- আমাদের উচ্চ থেকে উচ্চ প্রিয়তম হলেন তিনি যার মাধ্যমে আমাদের প্রিয়তমাদের স্বর্গের গভীর সুখ প্রাপ্ত হয়। ওঁনার সম্মুখে বসে রয়েছি। ভক্তিমার্গে গাওয়াও হয়ে থাকে -- রামের নাম নিলে মানুষ পার হয়ে যায় সেইজন্য খুব রাম-রাম করতে থাকে। যেমন পতিত-পাবনী মনে করে। মানুষ সেখানে গিয়ে পাতার উপর প্রদীপ জ্বালায়। যেমনভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সাগরে পাতার উপর আঙ্গুল চুষতে দেখানো হয়। এরা আবার প্রদীপ জ্বালিয়ে পাতার উপর রাখে। আত্মাও হলো প্রদীপ। মানুষের তো সম্পূর্ণ জ্ঞান নেই। তাদের জন্য তো যেন একটি রীতি-রেওয়াজ হয়ে গেছে। প্রদীপ জ্বালিয়ে বলে -- আত্মা পরপারে চলে গেছে । পরমপিতা পরমাত্মাকে মাঝি বলা হয়। বিষয়সাগর পার করে দেন। তারা অক্ষর শুনে একটি নিয়ম তৈরী করে দিয়েছে। বাবা আত্মার প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন। এ'সব হলো নিদর্শন। আত্মাকেই এই শরীর ত্যাগ করে চলে যেতে হয় -- পরপারে ওই পরমধামে। তোমরা জানো -- আত্মা অজ্ঞানতার সাগর থেকে ওই পারে যাচ্ছে। মাঝি তো হলেনই

বাবা। গঙ্গাজীর ক্ষেত্রে মাঝি শব্দটি উল্লেখ করা যেতে পারে না। মাঝি অথবা প্রিয়তমকে তো সাথে চাই। কতজনকে সঙ্গে করে ওই পারে নিয়ে যান, বিভিন্ন নাম রেখে দিয়েছে। তবে বোটে বা স্টিমারে বসিয়ে কেউ নিয়ে যায় না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে কিভাবে স্মরণের যাত্রায় থাকে। এখানে মুখে কোনো রাম-রাম বলার দরকার নেই। মানুষ তো বলে রাম-রাম বলো। মনে করে আমরা এই নাম দান করি। বাবা পুনরায় দান দেন -- অবিনাশী জ্ঞানরত্নের। তিনি বলেন -- মিষ্টি মিষ্টি আদরের আত্মারা আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। বাবার এই স্মরণই হলো বিশ্বের উদ্দেশ্যে যোগদান (সহযোগ)। শিববাবাকে স্মরণ করো। বাস্তবে রামও পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয় কিন্তু তারপর রঘুপতি রাঘব রাজা রাম বলে দেয়। বাচ্চারা, তোমরা এখন ড্রামাকে জেনেছো। স্বর্গ থেকে ধরে সবকিছু তোমাদের জানা রয়েছে -- কে কে এসেছে ? কিভাবে পুনরায় আসবে ? যাকিছু হয়ে আসছে সে'সব ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। এই ভোগ ইত্যাদি যে দেওয়া হয় -- এ'সবই ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। নতুন কোনো কথা নয়। তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখো। প্রত্যেকেই হলো অ্যাক্টর। তারা জানে যে নিজের ভূমিকা পালন করে আনন্দ করে ফিরে যাবে।

মানুষ বলে -- মারা গেলে স্বর্গবাসী হয়ে যায়। তোমরা জানো, আমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে থাকি। মানুষ কাশীতে বাস করে, তাই না! গঙ্গাজীর কিনারায় গিয়ে বসে। শিবের তো মন্দির রয়েছে। সর্বদা শিবের স্মরণে থাকে। গঙ্গারও মহিমা করে। শিবেরও মহিমা করে। গঙ্গায় কেউ কাশি কলবট (শলাকা লাগানো কূঁয়োয় ঝাঁপিয়ে শাস্তি ভোগ করা) খায় না। অবশ্যই পতিত-পাবন তো হলেন শিবই। এটাই হলো পার্থক্য। শিবের মন্দির রয়েছে। পূর্বে একটি কুঁয়োয় গিয়ে শিবের উপর বলি প্রদত্ত হয়ে যেতো। তোমরা বেনারসবাসীদের ভালোভাবে জ্ঞান প্রদান করতে পারো। তাদের বলো -- তোমরা এখানে বসে রয়েছো, গঙ্গার উপকন্ঠও রয়েছে। শিবের মন্দিরও রয়েছে। তাহলে তোমরা শিবের উপর কেন বলিপ্রদত্ত হও কেন ? শিব পতিত-পাবন নাকি গঙ্গা ? বাস্তবে পতিত-পাবন তো হলেন শিবই। ভগবানের কাছেই বলিপ্রদত্ত হয়। ভগবান ভগবানের কাছে থোড়াই বলিপ্রদত্ত হবে। এ তো হতে পারে না। এমন নয় যে আমিও ভগবান, তুমিও ভগবান। ভগবান থোড়াই অপবিত্র হতে পারে যে গঙ্গায় স্নান করতে যাও। সর্বব্যপীর জ্ঞান তোমরা তৎক্ষণাৎ উড়িয়ে দিতে পারো। পতিত-পাবন হলেন শিব -- এ'কথা প্রমাণ সহকারে বলতে হবে। বাচ্চাদের পয়েন্টস্ দিয়ে দেওয়া হয় বোঝানোর জন্য। কাশিতে বোঝানো সবথেকে সহজ এবং সঠিক। শিবের মন্দির রয়েছে তাহলে অবশ্যই কখনো এসেছিলেন। শিবকে সর্বদা বাবা বলা হয়। ওঁনার কখনো নিজের শরীর প্রাপ্ত হয় না। এরকম তো শিবের নাম অনেক বাচ্চারই রয়েছে। অথবা শ্রীকৃষ্ণও লক্ষ-লক্ষ জনের নাম হবে। কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণ তো সত্যযুগে ছিল, তাই না ! শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে পূজো করবে। মানুষের তো করবে না ! তাহলে প্রমাণ হয় যে শ্রীকৃষ্ণ সত্য যুগে ছিল। মানুষের জানা নেই -- রাধা-কৃষ্ণ কে ? তারা কবে রাজত্ব করেছিল ? এ'কথা বাবা বসে বুঝিয়ে থাকেন।

তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী। বিষ্ণুর এই স্বদর্শন চক্রধারী নাম কিভাবে হয়েছে, কি করেছেন -- এ কথা তো কেউ বোঝাতে পারেনা। বাবা তো হলেন নিরাকার। বিষ্ণুর কাছে এত হাতিয়ার কোথা থেকে এসেছে -- কেউই জানে না। আমরা বুঝি যে এসব ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। ভক্তিমার্গেও যারা চিত্র বানিয়েছিল তারাই বানাবে। সবকিছুই পূর্বনির্ধারিত খেলা। অর্ধেক কল্প হলো ভক্তি, অর্ধেক কল্প জ্ঞানমার্গ চলতে থাকে। এই কথাগুলিকে (বিষয়) তোমরাই জানো। তোমাদেরই মজা আসে, যারা হলো সত্যিকারের প্রিয়তমা। ওই প্রিয়তম তো হলো মিথ্যা, মিথ্যা আর সত্যের মধ্যে পার্থক্য তো রয়েছে, তাই না! মিথ্যে প্রিয়তম আর সত্য প্রিয়তম। পত্নী, পতিকে ভালোবাসে, তাই না! এখন তোমরা জানো আমাদের অর্থাৎ প্রিয়তমাদের কেমন মিষ্টি প্রিয়তম প্রাপ্ত হয়েছে। ওঁনাকে প্রিয়তম বলা হয় তো বাবাও বলা হয়। বাবারও ভালোবাসা থাকে। বাবার থেকে আবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। প্রিয়তমের থেকে প্রিয়তমাদের কোনো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। নিজেকে প্রিয়তমা মনে করলেও, বাচ্চা মনে করলে উত্তরাধিকারের টেস্ট পাওয়া যায়। শিবকে সর্বদাই বাবা বলা হয়ে থাকে। শিববাবাকে কখনোই শিবপতি বলা হবে না। এখন তোমাদের কোনো শিবের নাম জপ করতে হবে না। কেবল বাবাকে স্মরণ কর। বাচ্চারা আসে তখন জিজ্ঞাসা করা হয় -- কবে ঈশ্বরের হয়েছো ? যতক্ষণ না বাচ্চা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে না। মাতা-পিতা হলে সম্মুখে মিলিত হতে হবে। নিশ্চয় রয়েছে, প্রাপ্ত হয়নি আর মারা গেছে তখন উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে না। এমন অনেকেই রয়েছে যারা উত্তরাধিকার পায় না। প্রজায় চলে যায়। বাবা বলেন -- নিশ্চয়ই হয়ে গেছে যে এ হলো সেই মাতা-পিতা, তখন সম্মুখে আসতে হয়। তারপর সার্ভিস করে নিজের সমান বানাতে হবে। প্রজাও তৈরী করতে হবে আর তারপর নিজের উত্তরাধিকারীও বানাতে হবে। ঘরে বসে তো হবে না, পরিশ্রম করতে হবে। এই বিষয়ের উপর বাচ্চারা বিচারসাগর মন্থন করেনা। শ্রীকৃষ্ণের লীলা হলো প্রসিদ্ধ। লীলা তো সত্যযুগে হয়। এখানে থোড়াই হতে পারে। এরা তো কপি করতে থাকে। স্বর্গে কি কি হবে, কেমন মহল হবে -- এ তো বাচ্চারা অনুভব করতে পারে। ওখানকার কথা তো জিজ্ঞাসাই করো না। মুখে জল চলে আসে। বাবা সুখই দিয়ে থাকেন।

দুঃখের জন্য বাবাকে থোড়াই আহ্বান করতে হয়। দুনিয়ায় অনেক দুঃখ রয়েছে। একটি ঘরে যদি ঝুটঝামেলা করা পুত্রবধূ আসে তখন ঘরকে তছনছ করে দেয়।

এরকম অনেক ঘর বাবার দেখা রয়েছে। এখন সময় অতি অল্প রয়েছে। এখন বাবার হয়ে যাও তবেই বাবা সহায়তা করবেন। উত্তরাধিকারীই হয় না তাহলে উত্তরাধিকার প্রদানকারীর সহযোগ কিভাবে প্রাপ্ত হবে? বাবা বলেন ভয় পেয়ো না। বিত্তশালীরা তো ভয় পায়। এই বাবা তো হলেন দাতা। ভক্তিমার্গেও তোমরা আমার কাছে গরিবদের জন্য দান করতে। সেই অনুসারে জন্ম হতো। এখন ডাইরেক্ট বলছি -- আমার হয়ে যাও তাহলে তোমাদের রাজ্য-ভাগ্য দেব। শিববাবাকে তো কোনো ঘরবাড়ি ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে না। তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি -- যখন সবকিছু শেষ হয়ে যাবে তাহলে এই ঘরবাড়ি ইত্যাদি কেন তৈরি করো? আরে তাহলে কোথায় থাকবে ? ভবিষ্যতেও এসে বাচ্চাদেরকে থাকতে হবে। তোমরা ভবিষ্যতেও অনেক সীন-সীনারি দেখবে। অত্যন্ত খুশিতে থাকবে। যত সময় নিকটে আসতে থাকবে বাবার দ্বারা অনেক সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। যারা সহযোগী হয়ে যাবে তারা ভবিষ্যতে অনেক সুখ দেখবে। দুঃখের সময়ও অনেক সুখ দেখবে। সেটা হলো ওয়ান্ডারফুল সুখ। পাকিস্তানেও তোমরা আনন্দে বসেছিলে। বৈকুন্ঠে কিভাবে স্বয়ম্বর হয়, লক্ষ্মী-নারায়ণ কিভাবে রাজ্য পরিচালনা করে -- সব বাবার সাক্ষাৎকার করাতেন। তোমরাও অনেককিছু দেখবে, যদি শিববাবার মতানুসারে কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করায় সহায়তা করতে থাকো। তখন বলা হয়ে থাকে -- "হিম্মত তোমার সহায়তা খুদার (ঈশ্বর)"। এমন প্রিয়তমকে প্রচুর স্মরণ করা উচিত। দুনিয়া থোড়াই জানে। এত অগণিত সন্তান রয়েছে তাহলে অবশ্যই তাদের মাতা পিতা থাকবে, তাই না ! যার মাধ্যমে গভীর সুখ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এই মহিমা কোনো লৌকিক মা-বাবার থোড়াই রয়েছে। তোমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখো যে কত অগণিত সন্তান রয়েছে। ক্রিয়েটর হলেন গডফাদার। ক্রিয়েট(তৈরী) করবেন তাহলে অ্যাডপ্টও করবেন, তাই না ! কিসের দ্বারা ? এ হলো মুখ বংশজাত। বোঝানো অতি সহজ। এখন ঈশ্বরের কোলে আসে তারপর দৈবী কোল প্রাপ্ত হবে। তারপর আসুরীয়। এই ঈশ্বরীয় কোল থেকে আমরা শান্তিধাম, সুখধামে যাই। আসুরীয় কোল থেকে দুঃখধামে যাই। এই মন্ত্র স্মরণে রাখো। বন্ধনে আবদ্ধ নারীরা-গোপিকারা ডাকতে থাকে। তাদের জন্য কোনো না কোনো প্রচেষ্টা করতে হয়। বাবা ছোট ছোট গ্রামে তো যেতে পারবেন না। বড় গ্রামে এসে মিলিত হন। যেতে তো হয়ই। বোঝানো হয়ে থাকে যে বলিপ্রদত্ত কিভাবে হতে হবে? রাজা জনক বলিপ্রদত্ত হয়েছিলেন তারপর বলা হয়েছিল এখন ট্রাস্টি হয়ে দেখভাল করো। রচনাকে দেখভাল তো তোমাদের অবশ্যই করতে হবে। তোমরা নিজেদেরকে আত্মা ট্রাস্টি মনে করো। মায়া রাবণ দুঃখ দেয় সেইজন্য রাবণের কোনো মন্দির নেই। কেবল পুতুল বানিয়ে রেখে দিয়েছে। রাবণ অনেক দুঃখ দিয়েছে। যতই দুঃখ দেয় ততই বছর-বছর তাকে জ্বালাতে থাকে। শিববাবা সুখ দিয়েছেন, তাই ওঁনার মন্দির অতি জাঁকজমকপূর্ণ হয়। রাবণ যে দুঃখ দেয়, তার মন্দির তো হতেই পারে না। তাকে তো শেষ করে দেওয়া হয়, যে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। শিববাবার মন্দির তো দেখতে পাওয়া যায়। কত পূজা হয়। বাস্তবে চিরপূজ্য হলেনই একমাত্র শিববাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়। তোমরা আবার পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যাও। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার স্মরণে থাকতে হবে আর সকলকে স্মরণ করাতে হবে, এই দানই করতে থাকতে হবে। বাবার কাছে বলিপ্রদত্ত হয়ে তারপর ট্রাস্টী হয়ে দেখাশোনা করতে হবে।

২) সাক্ষী হয়ে প্রত্যেক অ্যাক্টরের পার্ট দেখতে হবে। আমরা পার্ট সম্পূর্ণ করে খুশির সাথে ফিরে যাচ্ছি -- এই স্মৃতিতে সর্বদা থাকতে হবে।

বরদানঃ- সদা বাবার সমান হয়ে নিজের সম্পন্ন স্বরূপের দ্বারা সকলকে বরদান দেওয়া বরদানী-মূর্তি ভব

ভারতে বিশেষভাবে দেবীদের বরদানীরূপে স্মরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এরকম বরদানী-মূর্তি তারাই হতে পারে, যারা বাবার সমান এবং সমীপে থাকে। যদি কখনও বাবার সমান আর কখনও বাবার সমান নয় কিন্তু নিজের জন্য পুরুষার্থী হয় তাহলে বরদানী হতে পারে না কারণ বাবা পুরুষার্থ করেন না, তিনি তো সদা সম্পূর্ণ স্বরূপে রয়েছেন। সেইজন্য যখন সমান অর্থাৎ সম্পন্ন স্বরূপে থাকবে তখন বলা হবে বরদানী-মূর্তি।

স্লোগানঃ- স্মরণের তীব্র দৌড় লাগাও তবেই বাবার গলার হার, বিজয়ের মণি হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;